বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৪-২০০৫

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়

এবং

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ১৩টি প্রকল্প সম্পর্কিত)

প্রথম খন্ড

(নির্বাহী সার সংক্ষেপ)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	১
২।	মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য	৩
৩।	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪-৭
৪।	অডিট আপত্তিসমূহ	৮-৯
৫।	অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির কারণ	১০
৬।	সুপারিশ	১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মোট ১৩টি প্রকল্পের ২০০৪-২০০৫ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

বাংলাদেশ।

তারিখ ১৯/১২/১৪১৪ বঙ্গাব্দ

০৩/১২/২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অতিরিক্ত কার্যাবলী) আইন (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন, ১৯৭৫ সালের সংশোধনীসহ) অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্প সমূহের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা, পরিবেশ ও বন, কৃষি, মৎস্য ও পশু সম্পদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৩টি প্রকল্পের ২০০৪-২০০৫ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব পরীক্ষা করতঃ ২০টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম আপত্তি আকারে এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আপত্তিগুলিতে মোট আর্থিক সংশ্লেষ ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মাত্র। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম উথাপনে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক গভর্ণমেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়েল এবং প্রচলিত বিধি বিধান ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। মূল আপত্তিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডে এবং পরিশিষ্টসমূহ তৃতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত

(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)

মহাপরিচালক

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর

ঢাকা।

তারিখ ৭/৮/১৪১৪ বঙ্গাব্দ

২১/১১/২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

অডিট বিষয়ক তথ্য (Information About Audit)

❑ নিরীক্ষিত প্রকল্পসমূহ (Audited Projects) :

১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ঃ

- ❖ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী -২। এডিবি, আইডিএ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
- ❖ মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১। আইডিএ অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঃ

- ❖ মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্প। এডিবি সহায়তায় বাস্তবায়িত।
- ❖ প্রোমোট ফিমেল টিচার্স ইন রুরাল সেকেন্ডারী স্কুল প্রকল্প। ইসির অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
- ❖ ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)। আইডিএ ক্রেডিট নং ৩৬১৪ বিডির আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত।

৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঃ

- ❖ ফরেস্টী সেক্টর প্রকল্প। এডিবি ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
- ❖ কোস্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট এট কক্সবাজার এন্ড হাকালুকি হাওড় প্রকল্প। ইউএনডিপি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

৪। কৃষি মন্ত্রণালয় ঃ

- ❖ গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর এবং পিরোজপুর সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই-অংশ) আইডিবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
- ❖ ইনটিগ্রেটেড সয়েল ফারটিলিটি এন্ড ফারটিলাইজার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২য় পর্যায়)। ডানিডা অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

৫। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় ঃ

- ❖ এমপাওয়ারমেন্ট অব কোস্টাল ফিশিং ফর লাইভলিহুড সিকিউরিটি প্রকল্প। ইউএনডিপি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
- ❖ গ্লোবাল এন্‌ভাইরন্‌মেন্ট ফ্যাসিলিটি প্রকল্প (একুয়াটিক বায়ো ডাইভারসিটি প্রকল্প)। আইডিএ-জিইএফ গ্রান্ট নং ০২২৮৩২ অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
- ❖ চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প। আইডিএ অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঃ

- ❖ খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন প্রকল্প। ডব্লিউএফপি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

২—

❑ অডিট বৎসর (Audited Year)ঃ

উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের নিরীক্ষার অর্থ বৎসর ঃ

১। **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ঃ**

- ❖ ২০০৪-২০০৫

২। **শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঃ**

- ❖ ২০০৪-২০০৫
- ❖ ২০০৩-২০০৪

৩। **পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঃ**

- ❖ ২০০৪-২০০৫
- ❖ ২০০২-২০০৩

৪। **কৃষি মন্ত্রণালয় ঃ**

- ❖ ২০০৪-২০০৫

৫। **মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় ঃ**

- ❖ ২০০৪-২০০৫
- ❖ ২০০৩-২০০৪

৬। **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঃ**

- ❖ ২০০৩-২০০৪

❑ অডিট কাল (Period of Audit) ঃ

- **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ঃ**
- ২২/৯/২০০৫ হতে ৪/১২/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।
- ২২/৯/২০০৫ হতে ৩০/১০/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।

- **শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঃ**
- ১৬/০২/২০০৫ হতে ২৩/০২/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।
- ১১/০২/২০০৫ হতে ১৮/০২/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।
- ১৪/০৫/২০০৫ হতে ২০/০৬/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।
- ২৫/০৯/২০০৫ হতে ২৪/১১/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।

- **পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঃ**

- ১৬/২/২০০৬ হতে ২১/৩/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত।
- ৫/৩/২০০৫ হতে ৭/৩/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।

- **কৃষি মন্ত্রণালয় ঃ**

- ২৩/৮/২০০৫ হতে ১/৯/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।
- ১৭/৫/২০০৬ হতে ২২/৫/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত।

- **মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় ঃ**

- ১৬/২/২০০৫ হতে ১৯/২/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।
- ১৯/১০/২০০৫ হতে ২০/১০/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।
- ২০/৯/২০০৪ হতে ১০/১১/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।

- **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঃ**

- ১৪/৩/২০০৫ হতে ১৯/৩/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।

❑ অডিটের প্রকৃতি (Nature of Audit) ঃ

নিয়ম অনুসরণ (Compliance) অডিট

❑ অডিটের উদ্দেশ্য (Objectives of Audit) ঃ

- পিপি/ডিসিএ মোতাবেক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- সরকারী সম্পদের অপচয়, চুরি, ঘাটতি, ক্ষতি ইত্যাদি নিরূপণ এবং রাজস্ব (আয়কর/ভ্যাট) আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- আর্থিক/ভান্ডার, অব্যবস্থাপনার বিষয়াদি চিহ্নিত করা এবং সরকারী আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করণ।

❑ অডিট পদ্ধতি (Audit Methodology) ঃ

- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ অডিটের জন্য নির্বাচনের পর প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় ঃ—
- আর্থিক বিবরণী।
- পিপি/টিএপিপি/ডিসিএ।
- অর্থ ছাড়পত্র (এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী)।
- প্রকল্পের ব্যাংক বিবরণী।
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

উপরে বর্ণিত ও প্রাসংগিক অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।

অডিট আপত্তিসমূহ ঃ

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
ক	**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**	
১।	পিপিআর-২০০৩ এর নীতিমালা অনুসরণ না করে বিধিবহির্ভূতভাবে কাজ প্রদান।	১ কোটি ১০ লক্ষ
২।	অন্যান্য খরচের নামে পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর জন্য অনিয়মিত খরচ।	৫৭ লক্ষ
৩।	আউট অব পকেট এক্সপেন্স নামে (প্রশাসনিক সহায়ক স্টাফ) ওভারহেড খরচকে দ্বৈত হিসেবে দেখানো হয়েছে।	২১ লক্ষ
৪।	প্রকল্প কার্যক্রমের বহির্ভূত জ্বালানী ব্যয় ।	৬ লক্ষ
	মোট	**১ কোটি ৯৪ লক্ষ**
খ	**শিক্ষা মন্ত্রণালয়**	
১।	চুক্তিমূল্য অননুমোদিতভাবে ৭৫% বৃদ্ধি ।	৫৬ লক্ষ
২।	ভ্যাট ও আয়কর বাবদ সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি।	৩২ লক্ষ
৩।	ওয়ারেন্টি পিরিওডে মেইনটেনেন্স ব্যয় হিসাবে প্রদান করায় ক্ষতি।	১৯ লক্ষ
৪।	ইআরডি অনুমোদিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে পরামর্শকদেরকে Social Charges পরিশোধজনিত ক্ষতি।	৭ লক্ষ
৫।	প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ২টি গাড়ী ব্যবহার করায় অপচয়।	৬ লক্ষ
	মোট	**১ কোটি ২০ লক্ষ**
গ	**পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়**	
১।	চারা গাছ পাহারাদারদের খাতে প্রকল্পের অপচয়।	২ কোটি ২৩ লক্ষ
২।	একই দিনে বন অগ্রিম হিসাবে রেঞ্জারদেরকে বিতরণ ও সমন্বয়।	৮৮ লক্ষ
৩।	প্রকল্প বহির্ভূত যানবাহনের জন্য ব্যয় ।	২৭ লক্ষ
৪।	কাজ ছাড়াই NGO দেরকে পরিশোধ।	১৪ লক্ষ
৫।	প্রকল্প বহির্ভূত মন্ত্রণালয়ের গাড়ীর জ্বালানী এবং সার্ভিস বাবদ অপচয়।	২ লক্ষ
	মোট	**৩ কোটি ৫৪ লক্ষ**
ঘ	**কৃষি মন্ত্রণালয়**	
১।	ইকুইপমেন্টস ক্রয়ের জন্য গনখাতে সংগ্রহ প্রবিধানমালা ২০০৩ অনুসরণ করা হয়নি।	৪ কোটি ২৯
২।	অননুমোদিতভাবে মটর সাইকেল, এসি এবং মাঠ/পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ব্যয় যা পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত।	১ কোটি ৪ লক্ষ
	মোট	**৫ কোটি ৩৩ লক্ষ**

ঙ	**মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়**	
১।	স্থানীয় পরামর্শক হতে ভ্যাট এবং আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১২ লক্ষ
২।	প্রকল্প সমাপ্তির পর ৩টি যানবাহন সরকারি যানবাহন পুলে জমা দেওয়া হয়নি।	৫৬ লক্ষ
৩।	প্রকল্প এলাকার বাইরে জ্বালানী বাবদ ব্যয়।	৭ লক্ষ
	মোট	**৭৫ লক্ষ**
চ	**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	
১।	প্রকল্প সমাপ্তির পর ৬ টি (ছয়টি) গাড়ী সরকারি পরিবহনপুলে সমর্পন করা হয়নি।	১ কোটি ৫৪ লক্ষ
	মোট	**১ কোটি ৫৪ লক্ষ**
২০	**সর্বমোট**	**১৪ কোটি ৩০ লক্ষ**
	কথায় ঃ চৌদ্দ কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র	

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ (Causes of Irregularities and Losses) ঃ

- কার্যকর পরিকল্পনার অভাব।
- পিপি/ডিসিএ বহির্ভূত ব্যয়।
- সরকারী আর্থিক বিধি বিধান লংঘন।
- ক্রয়/নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান লংঘন।

সুপারিশ (Recommendation) ঃ

- প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- রাজস্ব আদায় করে তা নিকটস্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- অনুমোদিত পি পি'র মধ্যে যাবতীয় ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।
- দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- সকল ক্ষেত্রে অনিয়মসমূহের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- ক্রয়/জনবল/পরামর্শক নিয়োগ/ভান্ডার ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে সরকারী/উন্নয়ন সহযোগীর নিয়মনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

বাঃসঃমুঃ-২০০৭/০৮-২৫৬১কম/এ-৭০০ বই, ২০০৭।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৪-২০০৫

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়

এবং

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ১৩টি প্রকল্প সম্পর্কিত)

দ্বিতীয় খন্ড
(অডিট রিপোর্ট)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	১
২।	অডিট আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও জড়িত অর্থ	৩-৪
৩।	অডিট অনুচ্ছেদসমূহ	৫
৪।	অডিট অনুচ্ছেদ	৬-২৫
৫।	মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের স্বাক্ষর	২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মোট ১৩টি প্রকল্পের ২০০৪-২০০৫ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

বাংলাদেশ।

তারিখ ১৯/৮/১৪১৪ বঙ্গাব্দ।

০৩/১২/২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

অডিট আপত্তিসমূহের শিরোনাম ও জড়িত অর্থ

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
ক	**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**	
১।	পিপিআর-২০০৩ এর নীতিমালা অনুসরণ না করে বিধিবর্ভূতভাবে কাজ প্রদান।	১ কোটি ১০ লক্ষ
২।	অন্যান্য খরচের নামে পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর জন্য অনিয়মিত খরচ।	৫৭ লক্ষ
৩।	আউট অব পকেট এক্সপেন্স নামে (প্রশাসনিক সহায়ক স্টাফ) ওভারহেড খরচকে দ্বৈত হিসেবে দেখানো হয়েছে।	২১ লক্ষ
৪।	প্রকল্প কার্যক্রমের বহির্ভূত জ্বালানী ব্যয় ।	৬ লক্ষ
	মোট	**১ কোটি ৯৪ লক্ষ**
খ	**শিক্ষা মন্ত্রণালয়**	
১।	চুক্তিমূল্য অননুমোদিতভাবে ৭৫% বৃদ্ধি ।	৫৬ লক্ষ
২।	ভ্যাট ও আয়কর বাবদ সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি।	৩২ লক্ষ
৩।	ওয়ারেন্টি পিরিওডে মেইনটেনেন্স ব্যয় হিসাবে প্রদান করায় ক্ষতি।	১৯ লক্ষ
৪।	ইআরডি অনুমোদিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে পরামর্শকদেরকে Social Charges পরিশোধজনিত ক্ষতি।	৭ লক্ষ
৫।	প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ২টি গাড়ী ব্যবহার করায় অপচয়।	৬ লক্ষ
	মোট	**১ কোটি ২০ লক্ষ**
গ	**পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়**	
১।	চারা গাছ পাহারাদারদের খাতে প্রকল্পের অপচয়।	২ কোটি ২৩ লক্ষ
২।	একই দিনে বন অগ্রিম হিসাবে রেঞ্জারদেরকে বিতরণ ও সমন্বয়।	৮৮ লক্ষ
৩।	প্রকল্প বহির্ভূত যানবাহনের জন্য ব্যয় ।	২৭ লক্ষ
৪।	কাজ ছাড়াই NGO দেরকে পরিশোধ।	১৪ লক্ষ
৫।	প্রকল্প বহির্ভূত মন্ত্রণালয়ের গাড়ীর জ্বালানী এবং সার্ভিস বাবদ অপচয়।	২ লক্ষ
	মোট	**৩ কোটি ৫৪ লক্ষ**
ঘ	**কৃষি মন্ত্রণালয়**	
১।	ইকুইপমেন্টস ক্রয়ের জন্য গণখাতে সংগ্রহ প্রবিধানমালা ২০০৩ অনুসরণ করা হয়নি।	৪ কোটি ২৯ লক্ষ
২।	অননুমোদিতভাবে মটর সাইকেল, এসি এবং মাঠ/পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ব্যয় যা পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত।	১ কোটি ৪ লক্ষ
	মোট	**৫ কোটি ৩৩ লক্ষ**

ঙ	**মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়**	
১।	স্থানীয় পরামর্শক হতে ভ্যাট এবং আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১২ লক্ষ
২।	প্রকল্প সমাপ্তির পর ৩টি যানবাহন সরকারি যানবাহন পুলে জমা দেওয়া হয়নি।	৫৬ লক্ষ
৩।	প্রকল্প এলাকার বাইরে জ্বালানী বাবদ ব্যয়।	৭ লক্ষ
	মোট	**৭৫ লক্ষ**
চ	**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	
১।	প্রকল্প সমাপ্তির পর ৬ টি (ছয়টি) গাড়ী সরকারি পরিবহনপুলে সমর্পন করা হয়নি।	১ কোটি ৫৪ লক্ষ
	মোট	**১ কোটি ৫৪ লক্ষ**
২০	**সর্বমোট**	**১৪ কোটি ৩০ লক্ষ**
	কথায় ঃ চৌদ্দ কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র	

অডিট অনুচ্ছেদসমূহ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদঃ ১ ঃ পিপিআর-২০০৩ এর নীতিমালা অনুসরণ না করে বিধিবর্ভূতভাবে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার কাজ প্রদান।

বিবরণ ঃ

- ✓ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এডিবি, আইডিএ ও অন্যান্য দাতা সংস্থার অর্থায়নে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প ২ এর ২০০৪-২০০৫ সনের হিসাব ২২-৯-২০০৫ তারিখ হতে ৪-১২-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।

- ✓ অডিটকালে উপজেলা প্রকৌশলী মনপুরা ভোলা এর টেন্ডার ডকুমেন্টস, টেন্ডার নোটিশ, কারিগরী মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে, অতিরিক্ত ক্লাস কক্ষ নির্মাণ এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসের নির্মাণ কাজের বিজ্ঞপ্তি মুসলিম টাইম ও দৈনিক গণজাগরণ নামে স্থানীয় পত্রিকায় প্রচার করা হয়। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ঠিকাদারকে ১২৩.৬৩ লক্ষ টাকার কাজ দেওয়া হয়।

- ✓ পিপিআর-২০০৩ এর ২১(২) ধারা অনুযায়ী বহুল প্রচারিত অন্ততঃ একটি ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ১১০.৩৮ লক্ষ টাকার টেন্ডার মূল্যের বিজ্ঞপ্তি কেবলমতে স্থানীয় পত্রিকায় জারী করা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিগুলি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ না করায়, প্রকল্প প্রতিযোগিতামূলক দর হতে বঞ্চিত হয়েছে।

- ✓ জনাব মোঃ ইউসুপ, উপজেলা প্রকৌশলী মনপুরা, ভোলা উক্ত সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব

- ✓ বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি। পরবর্তীতে ১৩-৬-০৭ তারিখে এডিবি প্রতিনিধি, ডিপিই'র/মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ ত্রিপক্ষীয় সভায় উল্লেখ করা হয়েছে যে বিষয়টি তদন্তাধীন আছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ ১৩-৬-২০০৭ তারিখে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়। তদন্ত রিপোর্ট প্রেরণ করা না হলে ডিপিতে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

- ✓ অদ্যাবধি তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ দায়-দায়িত্ব নিধার্রণপূর্বক পিপিআর নীতিমালা অনুসরণ না করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ঃ অন্যান্য খরচের নামে পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর জন্য ৫৭ লক্ষ টাকা অনিয়মিত খরচ।

বিবরণ ঃ

- ✓ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এডিবি, আইডিএ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-২ এর ২০০৪-২০০৫ সনের হিসাব ২২-৯-০৫ তারিখ হতে ৪-১২-০৫ তারিখ পর্যন্ত সময় নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ নিরীক্ষাকালে চেয়ারম্যান, এনসিটিবি, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের ক্যাশবই, খরচের বিবরণী এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাগজপত্র হতে দেখা যায় যে, ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কাজ মনিটরিং ও অন্যান্য ব্যয় নামে বিভিন্ন কর্মচারীকে ওভারহেড খরচের অতিরিক্ত ৫৭,১৫,২৮৯.০০ টাকা অনিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ডিপিই এবং এনসিটিবি'র মধ্যে চুক্তি মোতাবেক বই প্রতি ৪০ পয়সা হিসাবে ওভারহেড চার্জ বাবদ ৫,৩১,০৫,৮৭১.২০ টাকা দাবী করা হয়েছে।
- ✓ এখানে উল্লেখ্য যে, সকল ব্যবস্থাপনা খরচ, বই ছাপা, বাঁধানো এবং সরবরাহ খরচ ওভারহেড খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
- ✓ সুতরাং এনসিটিবি'র নিয়মিত কর্মচারী/কর্মকর্তাদের ওভারহেড খরচের বাইরে অন্যান্য খরচ হিসাবে অর্থ গ্রহণের কোন সুযোগ নেই।
- ✓ এতদ্ব্যতীত এনসিটিবি কর্তৃক ডিপিই বরাবর দাবীকৃত ৬,৩৭,২৭,০১৩.০০ টাকার ব্রেক ডাউন এবং অন্যান্য খরচের অনুমোদন সীমা চুক্তিনামায় উল্লেখ নেই।
- ✓ জনাব অধ্যাপক কবির উদ্দিন আহমেদ মজুমদার, চেয়ারম্যান এবং জনাব ন. ম. জাহাঙ্গীর হোসেন সদস্য অর্থ হিসেবে উক্ত সময়ে এনসিটিবিতে দায়িত্বরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, আপত্তিকৃত অর্থ বোর্ডের নিজস্ব তহবিল হতে প্রথমে ব্যয় করা হয়েছে যা পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিকট পুনর্ভরণ দাবী করা হয়েছে। বিষয়টি ১৩-৬-২০০৭ তারিখে এডিবি প্রতিনিধি, ডিপিই'র প্রতিনিধিসহ ত্রিপক্ষীয় সভায় পর্যালোচনা করা হয়। কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ বর্ণিত ব্যয় প্রকল্পের ওভারহেড খরচের অতিরিক্ত এবং চুক্তি অনুযায়ী এটি প্রাপ্য নয়। পরবর্তীতে বাস্তব যাচাই করা হলেও বিয়ষটি সুরাহা হয়নি এবং ত্রিপক্ষীয় সভায়ও নিষ্পত্তি হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ আপত্তিকৃত অর্থ এনসিটিবি'র সংশ্লিষ্ট হিসাবের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রকল্পের হিসাবে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ঃ আউট অব পকেট এক্সপেন্স-এর নামে (প্রশাসনিক সহায়ক স্টাফ) ২১ লক্ষ টাকা ওভারহেড খরচকে দ্বৈত হিসেবে দেখানো হয়েছে ।

বিবরণ ঃ

- ✓ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-২ এর ২০০৪-০৫ সালে হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, কনসালটেন্টকে পরিশোধের নির্ধারিত নিয়মের সংশিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই ব্যতীত আউট অব পকেট এক্সপেন্স (প্রসাসনিক সহায়ক স্টাফ) এবং ওভারহেড খরচ পরিশোধ করা হয়েছে।

✓ এডিবি গাইড লাইন (৪র্থ সংস্করণ), ১৯৯৩ অনুযায়ী আউট অব পকেট এক্সপেন্স এ দৈনিক ভাতা, স্থানীয় ভ্রমণ, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে ওভারহেড খরচের মধ্যে অফিস ভাড়া, অফিস স্টেশনারী, প্রশাসনিক সহায়ক স্টাফ, ভ্রমণ ভাতা, যোগাযোগ খরচ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, কারিগরী কর্মচারী ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে। অথচ পিই ডিপি-২ প্রকল্পে আউট অব পকেট এক্সপেন্স হতে প্রশাসনিক সহায়ক স্টাফদের বেতন বাবদ ২১,১৮,১০৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বিস্তারিত তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১।

✓ ~~বাংলাদেশ সরকার ও AED (পরমর্শক কার্য) এর মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার সমর্থনে সরকারী ক্রয় কমিটির কোন অনুমোদন পাওয়া যায়নি~~।

✓ আন্তর্জাতিক টেন্ডারের কপি, Short listed firm-এর বিবরণ, কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন রিপোর্ট এবং দাতা সংস্থার অনাপত্তির প্রত্যয়ন পাওয়া যায়নি

✓ AED-কে পকেট এক্সপেন্সের বাহিরে স্থানীয় ভ্রমণ ভাতা, যাতায়াত ভাতা, পরিচালন এবং যন্ত্রপাতি খরচ বাবদ ৯৭,৭৩,৪০০.২০ টাকা পরিশোধের সম্পর্কে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি ।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

✓ চুক্তি মোতাবেক আউট অব পকেট এক্সপেন্স থেকে Administrative support staff-দের অর্থ প্রদান করা হয়েছে বিধায় ডুপ্লিকেশন হয়নি।

অডিটের মন্তব্য ঃ

✓ ২৪-৫-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পি ই ডি পি-২তে বিষয়টি বাস্তব যাচাই করা হয়। বাস্তব যাচাইয়ের সময় কর্তৃপক্ষ নতুন কোন তথ্য দিতে পারেনি। বিষয়টির উপর ১৩-৬-২০০৭ তারিখে এডিবি-এর সাথে মিটিং হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও এতে অংশগ্রহণ করেন। কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

✓ অডিট দল কর্তৃক ৯৭,৭৩,৪০০.২০ টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত যে খরচাদির কথা উলেখ করা হয়েছে তার সমর্থনে কোন বিবরণী সংযুক্ত না থাকায় উহার সঠিকতা যাচাই করা যায়নি এবং পি ই ডি পি-২ এতদ্‌সংক্রান্ত প্রমাণাদি উপস্থাপনে সমর্থ হয়নি ।

অডিটের সুপারিশ ঃ

✓ বিষয়টি তদন্তপূর্বক দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৪ ঃ প্রকল্প কার্যক্রমের বহির্ভূত জ্বালানী ব্যয় ৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

✓ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে আইডিএ ক্রেডিট নং-৩৪৬৭ বিডির সাহায্যাধীনে বাস্তবায়িত "মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১" এর ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের ক্যাশ বই ও বিল-ভাউচার হতে দেখা যায় যে,

✓ গাড়ী নং ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৩৮৮৭ তে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ-এর সচিব কর্তৃক ৩,০০,৪২৭.০০ টাকার জ্বালানী এবং গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা কর্তৃক ৩,১১,৩৬৭.০০ টাকার জ্বালানী ২০০৪-২০০৫ সালে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া সার্ভিসিং চার্জ, মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয় বাবদ আরও অর্থ ব্যয় হয়েছে যা প্রকল্পের তহবিল হতে বহন করা হয়েছে।

✓ উপরোক্ত গাড়ীদ্বয় প্রকল্পের কাজের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়নি ফলে জ্বালানী ব্যয়ের ৬,১১,৭৯৪.০০ টাকা (৩,০০,৪২৭+৩,১১,৩৬৭) প্রকল্পের ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-২-২/১।

✓ জনাব মোহাম্মদ আলী আকন্দ এবং জনাব আব্দুল জলিল মিয়া উক্ত সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

✓ সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার এবং প্রকল্পের Cordinating Committee'র চেয়ারম্যান হওয়ায় প্রকল্পের কাজে ফিল্ড ভিজিট করতে হয়েছে এবং বিভিন্ন Motivation and Training কার্যক্রম অংশগ্রহণ করায় এবং উপদেষ্টা National Task Force Committee'র চেয়ারম্যান হওয়ায় প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে ভ্রমণ করতে হয়েছে এবং উক্ত ব্যয় করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

✓ পরিশিষ্ট থেকে দেখা যায় যে, গাড়ীটি সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

✓ প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

✓ প্রকল্পের গাড়ী ফেরৎ আনার এবং প্রকল্প বহির্ভূত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা অননুমোদিত ব্যয়ের অর্থ আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং-১ঃ ৫৬ লক্ষ টাকার চুক্তিমূল্য অননুমোদিতভাবে ৭৫% বৃদ্ধি।

বিবরণ ঃ

✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এডিবি সাহায্যপুষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন (SESIP) প্রকল্পের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা, খুলনা কার্যালয়ের রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, Zonal Eduction Office, Khulna নির্মাণের জন্য ৫৫,৬১,৯১৬/- টাকা চুক্তিমূল্যে ৯-১১-২০০২ খ্রিঃ তারিখের কার্যাদেশ নং ৭৩৩৩ এর মাধ্যমে ঠিকাদার মেসার্স শামিম এন্টারপ্রাইজকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

- ✓ পরবর্তীতে উক্ত কাজের প্রাক্কলন ০২-১১-০৪ খ্রিঃ তারিখে ৫৫,৬১,৯১৬/- হতে ৯৭,১৮,৬৭৭/- টাকায় উন্নীত করা হয়। এর ফলে কাজের মূল্য মূল কার্যাদেশের ৭৫% বৃদ্ধি পায়। বিধি মোতাবেক উক্ত বৃদ্ধির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উহা গ্রহণ করা হয়নি।
- ✓ অন্যদিকে ০৪-১২-০৪ খ্রিঃ তারিখে একই কাজের Vertical extension and site service বৃদ্ধি ৩০,১৬,১২৮/- টাকায় ঠিকাদার মেসার্স Robayet Traders কে কার্যাদেশ নং ১৭৫১৭ প্রদান করা হয়। জলছাদ করার জন্য ৯৪,৫৩৮.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- ✓ এ ছাড়াও দরপত্র আহবান ব্যতীত অতিরিক্ত কাজ, চূড়ান্ত বিল পরিশোধের কয়েকদিন আগে Pile Foundation এর কাজ, জলছাদ ভেঙ্গে পড়া ইত্যাদি অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩]

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, ৩ (তিন) তলা বিল্ডিং নির্মাণের জন্য প্রথমে ৫৫,৬১,৯১৬/- টাকা প্রাক্কলন করা হয়। পরবর্তীতে RCC Pile Foundation এর জন্য প্রাক্কলন সংশোধন করে ৯৭,১৮,৬৭৭/- টাকা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ Revised estimate এর ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল রিপোর্ট প্রয়োজন ছিল যা নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।
- ✓ তাছাড়া RCC Pile Foundation কাজটি ভবনের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ বিধায় কাজ শুরুতে অর্থাৎ ১১/০২ মাসে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রাক্কলন সংশোধন হওয়ার কথা। কিন্তু প্রাক্কলন সংশোধন করা হয়েছে চূড়ান্ত বিল পরিশোধের সময় অর্থাৎ কাজ শুরুর প্রায় ২ বছর পরে যা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন। অন্যদিকে একই বিল্ডিং Vertical extension কাজের জন্য মূল কাজ শেষ হওয়ার মাত্র চার দিন পর শুরু করায় নির্মিত জলছাদ ভাঙ্গার কারণে ৯৪,৫৩৮/= টাকা প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ বিষয়টি তদন্তপূর্বক ক্ষতির টাকা নিরূপণ ও দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২ ঃ ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৩২ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি।

বিবরণ ঃ

- ✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এডিবি সাহায্যপুষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্পের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব ১৬-২-২০০৬ হতে ২৩-২-২০০৬ সময় প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে অডিট করা হয়।

✓ বিল/ভাউচার চুক্তিপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র অডিট কালে দেখা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্যামব্রীজ এডুকেশন কনসালটেন্ট, ইউকে-কে প্রকল্পের সুপারভিশন কনসালটেন্ট হিসেবে ৩১-১২-২০০০ তারিখে নিয়োগ করা হয়। এ কাজে স্থানীয় মুদ্রায় ৩,৩৬,৯৮,৭৪৫.০০ টাকা প্রদান করা হয়।

✓ কিন্তু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভ্যাট এবং আয়কর বাবদ ৩২,০১,৩৮০/= টাকা (ভ্যাট ১৫,১৬,৪৩.০০ এবং আয়কর ১৬,৮৪,৯৩৭/=) আদায়/জমা প্রদান করা হয়নি। বিস্তারিত ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট-৪।

✓ মিঃ বশিরুল হক প্রকল্প পরিচালক হিসেবে এ সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

✓ চুক্তি মোতাবেক বিদেশী পরামর্শক-এর আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধযোগ্য নয়। তাছাড়া এনবিআর-এর নিকট বিয়ষটি জানতে চাওয়ায় মতামত দেয়া হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

✓ আপত্তি হতে দেখা যায় কনসালটেন্টকে স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা হয়েছে। এনবিআর অর্থ আদায়ের পক্ষে মতামত দিয়েছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

✓ ভ্যাট/আয়করের অর্থ দায়ী ব্যক্তির নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৩ ঃ ওয়ারেন্টি পিরিওডে মেইনটেনেন্স ব্যয় হিসাবে ১৯ লক্ষ টাকা প্রদান করায় ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ✓ শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ইসি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রমোট ফিমেল টিচার্স ইন রুরাল সেকেন্ডারী স্কুল প্রজেক্ট এর ২০০৩-২০০৪ সনের হিসাব ১১-১২-২০০৫ তারিখ হতে ১৮-১২-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।
- ✓ অডিটকালে বিল ভাউচার, সংশ্লিষ্ট দলিলাদি হতে পরিলক্ষিত হয় যে, মেসার্স টেকনিকস্ কম্পিউটারকে পূর্বে সরবরাহকৃত অফিস ইকুইপমেন্ট মেইনটেনেন্স বাবদ ওয়ারেন্টি সময়ে ১৮,৬৯,৮৬০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। বিস্তারিত ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট-৫।
- ✓ চুক্তির সাধারণ শর্ত হিসেবে ওয়ারেন্টি/ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ডে মেইনটেনেন্স বাবদ কোন অর্থ প্রাপ্য নহে। তদুপরি আলোচ্য ক্ষেত্রে Office equipments maintenance এর কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- ✓ জনাব এম সিরাজউদ্দিন মিয়া উক্ত সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ চুক্তি মোতাবেক অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ জবাবের সঙ্গে চুক্তিনামা দেয়া হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

৩—

অনুচ্ছেদ নং-৪ ঃ ইআরডি অনুমোদিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে পরামর্শকদের কে Social Charges ৭ লক্ষ টাকা পরিশোধজনিত ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক এডিবি লোন নং-১৬৯০ ব্যান (এসএফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত "মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্পের" ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাব ১৪-০৫-২০০৫ খ্রিঃ হতে ২০-০৬-২০০৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ইআরডি অনুমোদিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে Social Charges বাবদ ৬,৭৭,০৮৭.০০ টাকা পরামর্শকদেরকে পরিশোধ করা হয়েছে।

- ✓ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রে দেখা যায় যে, প্রকল্পের নির্মাণ কাজ মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মেসার্স স্থপতি সংসদ লিঃ এর সাথে ২১-০১-২০০২ তারিখে চুক্তি হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের Pilot testing and Implementation of decentralized EMIS কাজে 'পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্টে লিঃ এর সাথে ০৪-০৩-২০০৩ তারিখে আরও একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উল্লেখিত চুক্তি ২টি নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ব্যক্তি পরামর্শকদের মাসিক পারিশ্রমিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল বেতনের ৩৫% হতে ৪০% পর্যন্ত Social Charge অনুমোদন করা হয়েছে।

- ✓ ইআরডি কর্তৃক ২৬-০৫-১৯৯২ তারিখে ইস্যুকৃত মেমো নং ERD/Co-ordination-1/Misc-012 অনুযায়ী স্থানীয় পরামর্শকদের Social Charge মূল বেতনের ৩০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং উল্লেখিত ক্ষেত্রে ৫% হতে ১০% পর্যন্ত বর্ধিত হারে allow করা হয়েছে। বিস্তারিত ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট ৬-৬/২।

- ✓ জনাব মোঃ বশিরুল হক, এ সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ ADB গাইড লাইনে Social Charge এর কোন সীমা নির্ধারণ করা নেই।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রের আর্থিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ইআরডি নির্ধারিত Social Charge এর হার অনুসরণ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা না করায় প্রকল্প তহবিল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ অতিরিক্ত অনুমোদিত অর্থ সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/দায়ী ব্যক্তির নিকট থেকে আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং- ৫ঃ প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ২টি গাড়ী ব্যবহার করায় ৬ লক্ষ টাকা অপচয়।

বিবরণ ঃ

- ✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক আইডিএ ক্রেডিট নং-৩৬১৪ বিডির আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত "ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)" এর ২০০৪-০৫ আর্থিক বৎসরের হিসাব ২৫-০৯-০৫ হতে ২৪-১১-০৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

- ✓ প্রকল্প পরিচালক কার্যালয়ের ক্যাশ বুক, বিল/ভাউচারাদি এবং অন্যান্য কাগজপত্রাদি নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ২টি গাড়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অফিসিয়াল কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ২টি গাড়ীর মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং জ্বালানী বাবদ ৫,৮৯,৩৫০/= টাকা প্রকল্প তহবিল হতে বহন করা হয়েছে । পিপিতে মন্ত্রণালয়ের গাড়ী ব্যবহার করার কোন প্রভিশন নেই। ৫,৮৯,৩৫০/= টাকা প্রকল্প বহির্ভূত ব্যয় করা হয়েছে।

- ✓ বিস্তারিত ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট-৭।

- ✓ উক্ত সময়ে জনাব ডঃ মোঃ গোলাম রসুল মিয়া, প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অক্টোবর '০২ তারিখের আদেশবলে গাড়ী ২টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং গাড়ীসমূহ প্রকল্পের মনিটরিং ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ জবাব সন্তোষজনক নহে, কারণ পিপি প্রভিশন ছাড়াই মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবহৃত গাড়ীর ব্যয় প্রকল্প তহবিল হতে মিটানো হয়েছে । কাজেই এ ব্যয় প্রকল্প বহির্ভূত ব্যয় হিসাবে গণ্য।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রকল্প বহির্ভূত ব্যয়ের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ উল্লেখিত টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ ঃ-১ ঃ চারা গাছ পাহারাদারদের খাতে প্রকল্পের ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা অপচয়।

বিবরণ ঃ

- ✓ পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ের অধীনে, বন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত এ,ডি,বি ঋণ এবং জিওবি অর্থ সহায়তায় পরিচালিত "ফরেস্টি সেক্টর প্রজেক্ট " এর ২০০৪-২০০৫ সালের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা গত ১৬-২-২০০৬ থেকে ২১-৩-২০০৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় ।
- ✓ প্রকল্পের ডি এফ ও, এস এফ ডি, যশোর, ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর, দিনাজপুর এবং বগুড়া কার্যালয়ের বিল/ভাউচার ফরম-১৪ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বন পাহারার দায়িত্বরত সুবিধাভোগীদের কাজের স্থলে একই দায়িত্ব পালন দেখিয়ে পাহাদারদের নামে ২০০৪-০৫ সালে ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা খরচ করেছে।
- ✓ স্ট্রীপ ফরেস্ট প্লান্টেশান একটি সামাজিক অংশগ্রহণকারী কর্মসূচী। চুক্তি মাফিক চারাগাছ পাহারা দেয়া সুবিধা ভোগী, ভূমি মালিক, বন বিভাগ এর নিজস্ব বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। যাতে চারা গাছ গরু-ছাগলের ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় । এজন্য সুবিধাভোগীরা পরিপক্ক গাছ থেকে প্রাপ্ত আয়ের ৫৫% প্রাপ্য হয়। কাজেই সুবিধাভোগীদের বাধ্যতামূলক পাহারার কাজ অন্য কাউকে দিয়ে সম্পাদন করে সে জন্য অর্থ ব্যয় করা যথাযথ নহে এবং তা প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি। বিস্তারিত তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৮ এ দেখানো হয়েছে।
- ✓ ডিএফও সর্ব জনাব দেলোওয়ার হোসেন, যশোর, কার্তিক চন্দ্র সরকার, ঢাকা, এম.এ খালেক খান, রংপুরের দায়িত্বে ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ প্রথম ২ বছর প্রতি কিলোমিটার চারা দেখাশুনা করার জন্য একজন করে Watcher নিয়োগের Provision আছে এবং এর ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে এবং বরাদ্ধ অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। এতে সিএও অফিস কর্তৃক কখনও আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ চারা গাছ পাহারা দেয়া সুবিধাভোগীদের বাধ্যতামূলক কাজ, একই কাজে অন্য কাউকে অর্থ প্রদানের কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া পিপিতে ২০০৪-০৫ সালে এ খাতে অর্থ বরাদ্দ নেই বিধায় আদায়যোগ্য।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতির দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২ঃ একই দিনে বন অগ্রিম হিসাবে ৮৮ লক্ষ টাকা রেঞ্জারদেরকে বিতরণ ও সমন্বয়।

বিবরণ ঃ

- ✓ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত এ,ডি,বি ঋণ ও জি ও বি অর্থ-সহায়তায় পরিচালিত "ফরেস্টি সেক্টর প্রজেক্ট" এর ২০০৪-২০০৫ সালের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা ১৬-২-২০০৬ থেকে ২১-৩-২০০৬ পযন্ত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় ।

- ✓ প্রকল্পের ডি এফ ও, এস এফ ডি, রংপুর কার্যালয়ের ক্যাশবুক ও লেজার পরীক্ষা করে দেখা যায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন রেঞ্জার কর্মকর্তা ও সামাজিক বনায়ন নার্সারী ট্রেনিং সেন্টারে (এস এফ এন টি) ৩০-০৬-০৫ তারিখে একই দিনে বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য ৮৭,৫৪,৯০৩.৪১ টাকা বন অগ্রিম প্রদান করে। বিল ভাউচার পরীক্ষা করে দেখা যায় উক্ত অগ্রিম একই দিনে ব্যয় ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৯]

- ✓ মিঃ এম, এ খালেক খান এ সময় ডি এফ ও হিসেবে কর্মরত ছিল।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ পিপি প্রভিশন অনুযায়ী গাছের চারা দেখাশুনার জন্য দৈনিক ভিত্তিতে Watcher নিয়োগ করা হয়েছে এবং বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে পিপিতে Watcher এর কোন বরাদ্দ না থাকায় উক্ত টাকা আদায়যোগ্য।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ একই দিনে উক্ত বিশাল অংকের টাকা অগ্রিম প্রদান ব্যয় ও সমন্বয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যাপূর্বক পিপি বহির্ভূত ব্যয় করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৩ ঃ প্রকল্প বহির্ভূত যানবাহনের জন্য ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় ।

বিবরণ ঃ

- ✓ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে, বন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত এ,ডি,বি ঋণ ও জি ও বি অর্থ-সহায়তায় পরিচালিত "ফরেস্টি সেক্টর প্রজেক্ট" এর ২০০৪-২০০৫ সালের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা গত ১৬-২-০৬ থেকে ২১-৩-২০০৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় ।

- ✓ প্রকল্পের বিভিন্ন স্থানীয় ডি এফ ও কার্যালয়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ২০০৪-০৫ সালে প্রকল্প বহির্ভূত যানবাহনের জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ মোট ২৬,৫০,০০৩.০০ টাকা ব্যয় করেছে। তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১০।

- ✓ দায়িত্বরত ডিএফও-দের নামে তালিকা পরিশিষ্ট-১০ রয়েছে।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ সংশ্লিষ্ট গাড়ীগুলো পূর্ববর্তী সমাপ্ত প্রকল্পের বর্তমান প্রকল্পের সম্পদ। গাড়ীগুলো প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন ও সুপারভিশন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ প্রকল্প বহির্ভূত যানবাহনের জন্য ব্যয় নির্বাহ করা আর্থিক অনিয়ম।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ প্রকল্প বহির্ভূত যানবাহনের জন্য ব্যয়িত অর্থ আদায়পূর্বক অডিটকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ঃ কাজ ছাড়াই NGO দেরকে ১৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- ✓ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে, বন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত এ,ডি,বি ঋণ ও জি ও বি অর্থ-সহায়তায় পরিচালিত "ফরেস্টি সেক্টর প্রজেক্ট" এর ২০০৪-২০০৫ সালের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা গত ১৬-২-০৬ থেকে ২১-৩-২০০৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়।
- ✓ প্রকল্পের ডিএফও যশোর কার্যালয়ে বিল ভাউচার ও NGO রেজিষ্টার পরীক্ষা করে দেখা যায় ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ১৪২ টি NGO-কে সার্ভিস চার্জ হিসেবে ১৩,৯৭,৫৬০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। শুধুমাত্র NGO কর্তৃক প্রদত্ত চাহিদা বা রিকুইজিশনের ভিত্তিতেই উক্ত টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত সার্ভিস চার্জের কোন প্রমাণক ওয়াকপ্লান, ওর্য়াক কমপ্লিশন রির্পোট, কাজের বিস্তারিত বিবরণ এবং চুক্তিপত্র অডিটকালে পাওয়া যায়নি।
- ✓ উল্লেখিত সময়ের মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ডি, এফ ও, যশোর কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ DFO যশোর জানান NGO কাজের প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র অডিটকালীন দেখানো হয় এবং NGO-দের পরিশোধের ক্ষেত্রে Forester এবং Ranger officer-দের সনদ রয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপনের সময় কর্তৃপক্ষ কোন জবাব দেয়নি। তাছাড়া Exit meeting এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এবং মিটিং এ জানানো হয় ২৯ শে মার্চ ২০০৬ এর মধ্যে রেকর্ডপত্র সরবরাহ করা হবে। অথচ বর্তমানের জবাবে জানানো হয়েছে যে, অডিটকালীন সময়ে রেকর্ডপত্র দেখানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ সেবা কাজ সম্পদানের কোন প্রমাণক বা বিবরণ ছাড়াই NGO দেরকে অর্থ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব নিধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদঃ ৫ঃ প্রকল্প বহির্ভূত মন্ত্রণালয়ের গাড়ীর জ্বালানী এবং সার্ভিসিং বাবদ ২ লক্ষ টাকা অপচয়।

বিবরণ ঃ

- ✓ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ইউএনডিপি সাহায্যাধীন কোষ্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট এট কক্সবাজার এন্ড হাকালকি হাওড় প্রজেক্ট (CWBMP) এর ২০০৫ সালের হিসাব ৫-৩-০৫ হতে ৭-৩-০৫ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।
- ✓ প্রকল্প পরিচালক কার্যালয়ের ক্যাশ বই, বিল ভাউচার পরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জ্বালানী এবং সার্ভিসিং বাবদ ২,৪১,৭৮০.০০ টাকা খরচ করা হয় (গাড়ী নং ঢাকা মেট্রো ঘ-১১-৪৫১৪) যা প্রকল্পের কাজে ব্যবহার না করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ব্যবহার করা হয়।

  বিস্তারিত ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট -১১।
- ✓ টিএপিপি এবং সরকারী বিধি লংঘন করা হয়েছে।
- ✓ জনাব খান এম ইব্রাহিম হোসেন, জাতীয় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জবাবে জানায় গাড়ী মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে, এ ধরনের আপত্তি বিষয়ে ১৫-৯-২০০৪ তারিখের ত্রি-পক্ষীয় মিটিং হয়েছে। সে মিটিং এ জানানো হয় মন্ত্রণালয়ে গাড়ীর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত গাড়ীটি মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ ১৫-৯-০৪ এর মিটিং এর পরবর্তী ২০০৬ সাল অতিবাহিত হয়েছে। অথচ গাড়ীটি মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্পের গাড়ী প্রকল্পের বাইরে ব্যবহার প্রকল্পের ক্ষতি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক উক্ত গাড়ী প্রকল্পে প্রত্যাবর্তন এবং উক্ত টাকা দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

কৃষি মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ঃ ৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকায় ইকুইপমেন্টস ক্রয়ের জন্য গণখাতে সংগ্রহ প্রবিধানমালা ২০০৩ অনুসরণ করা হয়নি।

বিবরণ ঃ

- ✓ কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত "গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর এবং পিরোজপুর সমন্বিত" এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই অংশ) এর ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব ২৩-৮-২০০৫ হতে ০১-৯-২০০৫ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।

- ✓ অডিটকালে প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক কার্যালয়ের টেন্ডার ডকুমেন্টস ও অন্যান্য তথ্যাদি হতে দেখা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৪২৯.২৫ লক্ষ টাকার বিভিন্ন ইকুইপমেন্টস ক্রয়ের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সকল সদস্যগণের মাধ্যমে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা গণখাতে সংগ্রহ প্রবিধানমালা-২০০৩ এর লংঘন।

- ✓ পিপিআর-২০০৩ অনুযায়ী টিইসি গঠন কমপক্ষে পাঁচজন সদস্যের সমন্বয়ে যাদের মধ্যে দু'জন সদস্য সংগ্রাহক সত্ত্বা বহির্ভূত এবং সংগ্রহ ফান্ডের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হবেন।

- ✓ কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে সংগ্রাহক সত্ত্বা বহির্ভূত দু'জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত না করে উক্ত প্রবিধান লংঘন করা হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হ'ল ঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	সরবরাহকারীর নাম	দরপত্র মূল্য (টাকা)	কার্য্যাদেশ/প্যাকেজ নং ও তারিখ
(০১)	১০০০ সেট লো-লিফট পাম্প ক্রয়।	মেসার্স আশরাফ বিন আসাদ এন্টার- প্রাইজ (প্রাঃ) লিমিটেড	২৯৯.৯০ লক্ষ	নং-ডিএই/পিআইইউ/ইঞ্জি-আইএডিপি/ প্রোঃ/২০০৩/৪১২, তাং, ২৮-৪-০৫ প্যাকেজ নং জিএমএসপি-৬৭
(০২)	২৯৯ টি পাওয়ার টিলার ক্রয়।	মেসার্স গ্লোবাল কালার স্কেন লিঃ	১২৯.৩৫ লক্ষ	নং-ডিএই/পিআইইউ/ইঞ্জি-আইএডিপি/ প্রোঃ/২০০৩/৪১৪ তাং, ২৮-৪-০৫ প্যাকেজ নং জিএমএসপি-৬৮
		মোট টাকা	**৪২৯.২৫ লক্ষ**	

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ সংগ্রহ প্রক্রিয়ার সময় পিপিআর-২০০৩ না পৌছানোর কারণে পিপিআর-০৩ অনুসরণ করা হয়নি।

৪—

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ পিপিআর-০৩ জারী হওয়ার পূর্বেই এ সংগ্রহ কাজ শুরু হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২৮-৪-২০০৫ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে ১০-৪-০৭ খ্রিঃ তারিখে যে জবাব পাওয়া গিয়াছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট আপত্তির কোন মিল পাওয়া যায়নি।

- ✓ পিপিআর-০৩ অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠিত না হওয়া ফাইনেন্সসিয়াল প্রোপাইটি নিশ্চিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ বিষয়টি তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ২ঃ অননুমোদিতভাবে মটর সাইকেল, এসি এবং মাঠ/পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় যা পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত।

বিবরণ ঃ

- ✓ কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ডানিডার আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত "ইনটিগ্রেটেড সয়েল ফারটিলিটি এন্ড ফার্টিলাইজার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২য় পর্যায়)" এর ২০০৪-০৫ সনের হিসাব ১৭-৫-০৬ হইতে ২২-৫-০৬ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।

- ✓ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের বিল/ভাউচার এবং প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি হতে দেখা যায় যে, (ক) প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পিপি প্রভিশনের চেয়ে অতিরিক্ত মটর সাইকেল এবং এয়ারকন্ডিশনার ক্রয় বাবদ ৬০,৭৯,২৩১.০০ টাকা ব্যয় করা হয়।

- ✓ পিপি মোতাবেক ১৪৮টি মটর সাইকেল এবং ৯টি এয়ারকন্ডিশনার ক্রয়ের প্রভিশন রয়েছে। যেখানে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২৪৮টি মটর সাইকেল এবং ১১টি এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় করা হয়েছে। এজন্য ১০০টি মটর সাইকেল এবং ২টি এসি পিপি প্রভিশনের চেয়ে অতিরিক্ত ক্রয় করে প্রকল্পের অতিরিক্ত ৬০,৭৯,২৩১.০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। (বিস্তারিত তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১২)।

- ✓ (বি) একইভাবে বিল/ভাউচার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস হতে দেখা যায় যে, ৩০-৬-০৫ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন মাঠ/পরীক্ষাগারের জন্য সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য মোট ৯৫,১৯,০০০.০০ টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু পিপি প্রভিশন মেতাবেক মাঠ/পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম-এর জন্য ৫২,৩৮,০০০.০০ টাকা প্রভিশন রাখা হয়েছে। এ কারণে পিপি প্রভিশনের চেয়ে ৪২,৮১,০০০.০০ . (৯৫,১৯,০০০-৫২,৩৮,০০০) টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। (বিস্তারিত তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৩)।

- ✓ জনাব ডঃ রহিম উদ্দিন আহমেদ উক্ত লেনদেনকালীন সময়ে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ (এ) ডানিডা কর্তৃক অতিরিক্ত অনুদান পুনঃবন্টন করা হয়েছে। ডেনমার্ক দূতাবাসের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত অনুদান হতে ১০০টি অতিরিক্ত মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। উপর্যুক্ত জনবল বৃদ্ধির কারণে পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত ২টা এয়ারকুলার ক্রয় করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয়েছে।

- ✓ (বি)ঃ ডেনমার্ক দূতাবাস কর্তৃক অনুমোদিত বরাদ্দ মোতাবেক এবং পুনঃবন্টনকৃত অতিরিক্ত অনুদান মোতাবেক গবেষণা সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে এবং ২৭-৬-০৭ খ্রিঃ তারিখে ১টি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অডিটের মন্তব্য ঃ

✓ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত ক্রয় করা হয়েছে এবং উক্ত অর্থ অননুমোদিত ব্যয় হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় সভায় আপত্তিটি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

অডিটের সুপারিশ ঃ

✓ পিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক উক্ত অর্থ সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ঃ স্থানীয় পরামর্শক হতে ভ্যাট এবং আয়কর বাবদ ১২ লক্ষ টাকা আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

✓ মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইউএনডিপি সাহায্যাধীনে বাস্তবায়িত এমপাওয়ারমেন্ট অব কোষ্টাল ফিশিং কমউনিটিজ ফর লাইভলিহুড সিকিউরিটি প্রজেক্ট-এর ২০০৪ সালের হিসাব ১৬-০২-২০০৫ হতে ১৯-০২-২০০৫ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।

✓ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক (এনপিডি) এর কার্যালয়ে বিল ভাউচার, বেতন বিবরণী হতে দেখা যায় যে, স্থানীয় পরামর্শকদের বেতন বাবদ ৮৩,১৮,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু বিধি মোতাবেক তাদের বেতন হতে ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ সার্কুলার নং-৩(i) টেক্স-৭ তারিখ ১৭-০২-৯৯ এবং ভ্যাট এস আর ও নং-১৩৬/রুল/৯৭/১৫৩ মূসক, তারিখ ০২-০৬-১৯৯৭ মোতাবেক আয়কর ও ভ্যাট বাবদ যথাক্রমে টাকা ৮,৩১,৮০০.০০ ও ৩,৭৪,৩১০.০০ টাকা কর্তনযোগ্য। বিস্তারিত তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৪।

✓ উক্ত সময়ে জনাব জাফর আহমেদ, জাতীয় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

✓ সরকারি বিধি মোতাবেক আয়কর ও ভ্যাট প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট পরামর্শকদের অবহিত করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

✓ প্রচলিত বিধি মোতাবেক আয়কর ও ভ্যাট জমা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

✓ আয়কর ও ভ্যাট বাবদ উল্লেখিত অর্থ আদায় করতঃ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ঃ প্রকল্প সমাপ্তির পর ৫৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩টি যানবাহন সরকারি যানবাহন পুলে জমা দেওয়া হয়নি।

বিবরণ ঃ

- ✓ মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আইডিএ-এর অধীন জিইএফ গ্রান্ট নং-০২২৮৩২ বিডি এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি প্রকল্পের (একুয়ারটিক বায়ো-ডাইভারসিটি প্রকল্প) ২০০৪-২০০৫ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৯-১০-২০০৫ হতে ২০-১০-২০০৫ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।

- ✓ অডিটকালে দেখা যায় যে, প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও ৩টি গাড়ী সরকারের কেন্দ্রীয় যানবাহনপুলে জমা দেওয়া হয়নি।

- ✓ প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, মৎস্য ভবন, রমনা ঢাকা কর্তৃক উপস্থাপিত যানবাহন তালিকা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নথিপত্রে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ৫৬,০০,০০০/= টাকা মূল্যের ৩টি গাড়ী বিদ্যমান ছিল, যেগুলির নম্বর যথাক্রমে ঃ (১) ডিএস-চ-১১-৩৯৭৭ (জীপ) (২) ডিএস-চ-৫১-৩৫১১(মাইক্রো) (৩) ডিএস-খ-১১-৯১৪১ (কার)। কিন্তু প্রকল্পটি ৩১-১২-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে শেষ হওয়ার পরও গাড়ী ৩ টি সরকারের কেন্দ্রীয় যানবাহন পুলে জমা না দিয়ে ডিএস-চ-১১-৩৯৭৭ (জীপ) গাড়ীটি মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

- ✓ সরকারি আদেশ নং-ই এম/ট্রানসপোর্ট/১-এ/৮৮-২৫২, তারিখ ২১-৪-১৯৮৮ মোতাবেক প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের যানবাহনসমূহ সরকারের কেন্দ্রীয় যানবাহন পুলে হস্তান্তর করা আবশ্যক। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উহা প্রতিপালন করেননি। (বিস্তারিত তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৫)।

- ✓ উক্ত সময়ে জনাব শরিফুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ জবাবে কর্তৃপক্ষ জানান যে, প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ না হওয়ায় এবং ফরেন টেকনিক্যাল এক্সপার্টগণের কাছে ঐ সমস্ত যানবাহন ব্যবহারের পর্যায়ে থাকায় বর্ণিত যানবাহনগুলো সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ নথিপত্রসমূহে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয় ২১-১২-২০০৪ তারিখে এবং গাড়ী ৩টি ১৯ শে মার্চ ২০০৫ তারিখে ফরেন টেকনিক্যাল এক্সপার্টগণ কর্তৃক হস্তান্তর করা হয়। গাড়ী ৩টি সরকারি যানবাহন পুলে জমা দেয়া আবশ্যক।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ উল্লেখিত যানবাহন ৩টি সরকারী কেন্দ্রীয় যানবাহন পুলে হস্তান্তর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ঃ প্রকল্প এলাকার বাইরে জ্বালানী বাবদ ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- ✓ মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আইডিএ-২৭৮৩ বিডি-এর আর্থিক সাহায্যে বাস্তবায়িত চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাব ২০-৯-২০০৪ হতে ১০-১১-২০০৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।

- ✓ প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর দপ্তরের জ্বালানী খাতের বিল/ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ গাড়ী নং- ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৩৫৯৩ এবং ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৩৫৯৩ এর জন্য জ্বালানী খাতে ৬,৭৬,০২৫/= টাকা ব্যয় করে। বিস্তারিত তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৬।

- ✓ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উক্ত গাড়ী দু'টিতে ৬,৭৬,০২৫/= টাকা জ্বালানী সরবরাহ করে কিন্তু জ্বালানী প্রকল্পের কোন কাজে ব্যবহার করা হয়নি। উক্ত ব্যয়কৃত অর্থ প্রকল্পেরই ক্ষতি।

- ✓ জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম আকন্দ উক্ত সময়ে প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর/ডাইরেক্টর-এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় কাজে উক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়। পরবর্তীতে আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ জবাব অডিটের নিকট সন্তোষজনক নহে। কারণ, উক্ত ব্যয় প্রকল্পের কোন কাজে আসেনি এবং উক্ত ব্যয় অনিয়মিতভাবে করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ✓ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ গাড়ী ব্যবহারকারীর নিকট হতে উক্ত অর্থ আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অনু ঃ ১ঃ প্রকল্প সমাপ্তির পর ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬ টি (ছয়) গাড়ী সরকারি পরিবহনপুলে সমর্পন করা হয়নি।

বিবরণ ঃ

- ✓ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ডব্লিউএফপি-এর সাহায্যাধীন "খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন প্রকল্পের" ২০০৩-০৪ সালের হিসাব ১৪-০৩-২০০৫ হতে ১৯-০৩-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়।

✓ প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন প্রকল্প, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা-এর কার্যালয়ে নিরীক্ষা করে দেখা যায় প্রকল্পের জন্য ৬টি (ছয়) গাড়ী ছিল, জুন/২০০৪ সালে প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সরকারি আদেশ/নির্দেশ অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের গাড়ী সরকারি পরিবহন পুলে সমর্পন করার আদেশ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উল্লেখিত গাড়ীগুলি সরকারি পরিবহন পুলে সমর্পন করেনি।

✓ জনাব নুরুল ইসলাম তালুকদার, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব আবুল কাশেম, উপ-প্রকল্প পরিচালক পদে উক্ত সময়ে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

✓ বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হলে রেকর্ডপত্র যাচাইপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয়েছে। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

✓ গাড়ীগুলো সরকারি পরিবহন পুলে সমর্পন করা আবশ্যক।

অডিটের মন্তব্য ঃ

✓ উক্ত ৬টি (ছয়) গাড়ী সরকারি পরিবহন পুলে সমর্পন করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)

মহাপরিচালক

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ ৭/৮/১৪১৪ বঙ্গাব্দ
২১/১১/২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

বাঃসঃমুঃ-২০০৭/০৮-২৫৬২কম/এ-৭০০ বই, ২০০৭।